Cosmo School

লেকচার শীট-১

শ্রেণি:ষষ্ঠ বিষয়:বাংলা ২য় পত্র

অধ্যায়: অভিধান (বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি)

তারিখ:২৯/১০/২০

অভিধান:

গ্রিক ভাষার শব্দ সংকলন বা সংকলিত শব্দের গ্রন্থকে বলা হত লেক্সিকন(lexion) | ল্যাটিন ভাষায় একে বলা হত ডিকশনারি(Dictionary) ইংরেজি ভাষায় ল্যাটিন থেকেই ডিকশনারি শব্দটা গ্রহণ করা হয়েছে। ইংরেজি Dictionary শব্দের পরিভাষা হিসেবে বাংলায় অভিধান শব্দটির প্রচলন হয়েছে । অভিধান শব্দটির অর্থ হচ্ছে অর্থসহ শব্দকোষ । অভিধান এর শাব্দিক অর্থ যদিও অর্থসহ শব্দকোষ কিন্তু বর্তমানে অভিধান কথাটি ব্যাপক অর্থ বহন করে । অভিধান বলতে শব্দের সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থকে বোঝায় ।

অভিধানে যেসব বিষয় থাকে:

একটি অভিধান এখন শিক্ষিতজনদের বহু রকমের প্রয়োজন মেটায় । অভিধানে এক একটি শব্দের বানান, অর্থ,উচ্চারণ, প্রতিশব্দ, প্রতিবর্গ, পরিভাষা, ও ব্যাকারণ বিষয়ক নির্দেশনা থাকে । এক একটি শব্দের উৎস ও বুৎপত্তি নির্দেশ, তার সঠিক বানান,ধ্বনিত্বাত্তিক উচ্চারণ,বিশেষ বানানে বিশেষ অর্থ,বানানের ভিন্নতা,শব্দের প্রতিরূপ,শব্দের প্রকৃতি পদের রূপ,সাধু ও চলিত রীতিতে শব্দের অতীত ও বর্তমান রূপ ,পদের পরিবর্তনে শব্দের রূপ ও অর্থের পার্থক্য, বিভিন্ন অর্থে সপ্রমাণ প্রয়োগ বৈচিত্র্য, বচনভেদ অভিধানে থাকে । অভিধান বানান শেখার বিশ্বস্ত গ্রন্থ ।

বাংলা অভিধান:

এ উপমহাদেশে অভিধান প্রণয়নের প্রাথমিক কাজটি শুরু হয় সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে । সংস্কৃত পণ্ডিতরা যখন কোন গ্রন্থের টীকা-ভাষ্য লিখতেন,তখন শব্দের উৎস-বুৎপত্তি, অভিধাব্যঞ্জনা, অর্থের ভিন্নতা,বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ-

দৃষ্টান্ত প্রভৃতি প্রয়োজন মতো লিখে রাখতেন । এভাবেই সংস্কৃত কোষগ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছিল যা অনেকটা এ কালের মতোই প্রয়োজন মেটাত । বাংলা ভাষায় অভিধান রচনার প্রথম চেষ্টা করেন খ্রিষ্টান মিশনারি মানুএল দা আসসুম্পসাঁউ । তাঁর রচিত বাংলা -পর্তুগিজ ভাষায় শব্দকোষ(vocabulario em idioms Bangla e Portugez) গ্রন্থটি ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবোঁ (Lisbon) থেকে প্রকাশিত । রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রণীত বঙ্গ ভাষাভিধানকে প্রথম বাংলা অভিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়(১৮১৭) খ্রিষ্টাব্দে । পরবর্তীকালে বহু বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে । বাংলাদেশে অভিধান প্রণয়নে বাংলা একাডেমির অবদান গুরুত্বপূর্ণ । এ একাডেমি থেকে বাংলা ভাষার অভিধান ছাড়াও বেশ কিছু বিশেষায়িত অভিধান যেমন: বানান অভিধান, উচ্চারণ অভিধান, বিজ্ঞান অভিধান, উচ্চারণ অভিধান,বিজ্ঞান অভিধান,ঐতিহাসিক অভিধান, বাংলা ও ইংরেজি অভিধান ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে ।

অভিধানে শব্দভূক্তির নিয়ম:

অভিধানে শব্দ সাজানোকে বলা হয় ভূক্তি (Entry) । সব ভাষার অভিধানেই শব্দের এ- ভূক্তি নির্দিষ্ট ভাষার বর্ণক্রম অনুসারে হয় । বাংলায় ১১টি স্বরবর্ণ এবং ৩৯ টি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে । অভিধানে এই ক্রম ঠিক ভাবে অনুসরণ করা হয়নি । সামান্য কিছু বৈচিত্র্য এক্ষেত্রে রয়েছে ।

* ং, ঃ, ঁ স্বরবর্ণের পরে ও ব্যঞ্জনবর্ণের আগে ব্যবহৃত হয় ।

* ক্ষ যুক্তবর্ণ হলেও অভিধানে ক-বর্ণের পরে প্রয়োগ হয় ।

কারচিহ্ন: া ি ী ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ

ফলাচিহ্ন: ্য ্র

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১.অভিধান বলতে কী বোঝায়?

২.কোন গ্রন্থ বানান শেখার জন্য বিশ্বস্ত?

৩.বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান রচনা করেন কে?

৪. বাংলা -পর্তুগিজ ভাষায় শব্দকোষ গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

৫. বাংলা -পর্তুগিজ ভাষায় শব্দকোষ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

৬. বাংলা -পর্তুগিজ ভাষায় শব্দকোষ গ্রন্থটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

৭. প্রথম বাংলা অভিধান হিসেবে কোন গ্রন্থটি গ্রহণ করা হয়?

৮. বঙ্গ ভাষাভিধানকে কত সালে প্রথম বাংলা অভিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়?

৯. ভূক্তি কাকে বলে?

১০.বাংলা স্বরবর্ণ কয়টি?

১১. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?

১২. ং, ঃ অভিধানের কোথায় ব্যবহৃত হয়?

দরখাস্ত পড়বে ও লিখবে:

"বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ লাভের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন।"

পত্র **পড়বে** ও লিখবে:

"বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুর কাছে পত্র।

সাহানা পারভীন সুমি